# বিআর২৩

**বিআর২৩ নাবী ধান**
**বন্যার পরে চাষ বাড়ান**

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধান নব জাত

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

## জাত পরিচিতি

বিআর২২-এর মতই বিআর২৩ (দিশারী) একটি নাবী আমন ধানের জাত। অর্থাৎ বন্যা-পরবর্তী রোপণ উপযোগী আলোক সংবেদনশীল জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৮ সালে এ জাত উদ্ভাবন করে। তবে আলোক সংবেদনশীল বিধায় এর জীবনকাল বপন ও রোপণ সময়ের উপর নির্ভরশীল।

বিআর২৩

## জাতের বৈশিষ্ট্য

- এর উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার।
- এটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত।
- এর চাল লম্বা, চিকন ও সাদা।

## এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের আবাদী জমির প্রায় অর্ধেকই বন্যাপ্রবণ এবং কোন কোন ব্যতিক্রমী বছরে ৬০% -এরও বেশী এলাকা বন্যা কবলিত হতে পারে। সাধারণত অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে আমন মৌসুমে বন্যা দেখা দেয় এবং ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিলম্বিত হয়। আমন ধানের জমির প্রায় ২২% বন্যা প্রবণ এলাকায়। এসকল এলাকায় বিআর২২ (কিরণ), নাইজারশাইল ও বিনাশাইল ধানের মতই বিআর২৩ নাবী আমন হিসাবে চাষ করার উপযোগী। এ কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জাতটি বেশ জনপ্রিয় এবং জোয়ারভাটা কবলিত অঞ্চলেও নাবী রোপা আমন হিসাবে চাষযোগ্য।

## জীবনকাল

এর জীবনকাল ১৫০ দিন।

## ফলন

বিআর২৩-এর ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৫ টন।

## চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন :** আষাঢ় - শ্রাবণ, তবে নাবী: শ্রাবণের শেষ পর্যন্ত (১৫ জুন-১৫ আগষ্ট)।
২. **চারার বয়স :** ৩০-৫০ দিন (নাবী রোপণের ক্ষেত্রে চারার বয়স বেশী হওয়া আবশ্যক)।
৩. **রোপণের সময় :** স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রাবণ-ভাদ্র (নাবী: আশ্বিনের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের ১৫-৩০ পর্যন্ত)।
৪. **রোপণ দূরত্ব :** ২৫ X ১৫ সেন্টিমিটার।
৫. **চারা রোপণ :** নাবী রোপণের ক্ষেত্রে একটু বেশী বয়সের চারা ঘন করে লাগাতে হবে।
৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :**

| ৬.১ | ইউরিয়া | টিএসপি | এমপি | জিপসাম | জিঙ্ক |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২৪ | ১৩ | ৯ | ৮ | ১.৫ |

৬.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা :** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।
৮. **আগাছা দমন :** রোপণের পর অন্তত ৪০ দিন আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
৯. **রোগবালাই দমন :** অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য।
১০. **ফসল কাটা :** অগ্রহায়ণ মাস (১৫ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর)।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd